সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

হেদায়েত হচ্ছে একটা আয়নার মতো যার ওপর পবিত্রতার আলো পড়লে তা থেকে আলোর প্রতিফলন হয়।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

ফাল্গুন ১৪২১, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, রবিউস সানি ১৪৩৬

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

গচ্ছিত ধন এবং নিবেদনের একাগ্রতা

আমীন : হুজুর, আমি আপনার কথা দীর্ঘদিন ধরে শুনছি। মনে হয় এ যেন কোনো অন্তহীন নির্ঝর। যতোই শুনি, ততোই ভালো লাগে। যখন বলেন তখন খুব সহজ মনে হয়। কিন্তু তারপরেই কেমন যেন সব খেই হারিয়ে যায়। হুজুর, তাঁকে পাবার খুব সহজ, সংক্ষেপ পথ কী তা বলে দিন।

গুরু : যে জিনিস খুব কাছের, মনে হয় হাত বাড়ালেই পাবো, অথচ হাত বাড়ালে ক্রমেই দূরে সরে যায়– সে জিনিসকে সহজ করে কেমন করে বলি বলো। যাকে পেতে চাইছো তাকে পেতে হলে চাই প্রেম– সেখানে যুক্তিতর্কের কোনো স্থান নেই। সমস্ত ব্যাপারটা খুব সহজ, আবার খুবই কঠিন।

আমীন : হুজুর, একটু বুঝিয়ে বলুন।

গুরু : দেখো, পৃথিবীতে মানুষ জীবনকে দুভাবে দেখতে পারে। একদল ভাবতে পারে জীবন আল্লাহর প্রদত্ত আমানত বিশেষ– এ আমানত আল্লাহর দেয়া গচ্ছিত ধন যার হেফাজত করা মানুষের কর্তব্য। অন্য দল ভাবতে পারে এ জীবন তো আমার নিজের সুতরাং নিজেকে ভোগবিলাস থেকে বঞ্চিত করবো কিসের আশায়। সুতরাং এদের জন্য জীবন মানে প্রবৃত্তির দাসত্ব। এখানেই কিন্তু মানুষ যার যার সীমানা নির্ধারণ করে নিলো। একদল স্বীকার করে নিলো প্রভুর দাসত্ব। আরেক দল, প্রবৃত্তির দাসত্ব। সুতরাং প্রথম কাজ হচ্ছে তুমি কোন দলে যাবে সেটা তোমাকেই স্থির করতে হবে।

আমীন : প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করে নিলাম বলেই তো কালেমা উচ্চারণ করলাম।

গুরু : বেশিরভাগ মানুষেরই বিশ্বাস ঐ উচ্চারণ পর্যন্ত– তার বেশি কিছু নয়।

আমীন : কী যে বলেন হুজুর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলে বলে গলা শুকিয়ে যায় জিকিরের মাহফিলে।

গুরু : জানি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কালেমার প্রথম শব্দটি হচ্ছে 'লা'। 'লা' মানে নেই– কিছু নেই। এই কিছু নেই কথাটাই তো সারাজীবনে বিশ্বাস করতে পারলাম না হে। সুরা আর-রাহমানের ঐ আয়াতটি লক্ষ করো, যেখানে বলা হচ্ছে কুল্লু মান আলাইহা ফান– সব কিছু ফানা হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐ যে ছোট্ট 'লা' শব্দটি এর মানেও তাই। কিন্তু থাকবে কী? থাকবে শুধু আল্লাহর ওয়াজহু– তার অস্তিত্ব। কালেমার পরবর্তী অংশে যে 'লাহ'র কথা বলা হচ্ছে, তিনিই সেই প্রভু যিনি অবিনশ্বর, অক্ষয়। সুতরাং এই বিশ্বাস যখন তোমার সমস্ত চেতনাকে বিহ্বল করে দেবে, যখন তোমার চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করবে তখন দেখবে যে বিশ্বাস তোমার আমলকে, তোমার জীবনাচরণকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। তখন দেখবে জীবনের সব কিছুকেই তাঁর দান বলে ভাবতে পারছো। আবার এই বিশ্বাস আর আমল এক হলেই দেখবে তোমার চরিত্র, তোমার আখলাক প্রেমানুভূতিতে আপ্লুত হয়েছে। এই তিনটে জিনিস– ইমান, আমল এবং আখলাক এক হলে দেখবে তোমার জীবন হয়েছে একটা অনুপম নিবেদন– একেই আমরা মুজাহেদা বলি। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যারা প্রাণপাত পরিশ্রম করেন, ঐকান্তিকভাবে নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন তারাই মুজাহিদ– তারাই প্রকৃত সাধক। এই সাধকের জীবন তখন হয় চারটে জিনিসের সার্থক সমন্বয়– জিকির, মোরাক্বাবা, মোহাসাবা এবং মুজাহেদা। অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর ধ্যান, আত্মবিশ্লেষণ এবং সনিষ্ঠ নিবেদন। কিন্তু ভুলে যেও না, এর সবকিছু দিয়েও তুমি তাকে নাও পেতে পারো। কারণ কেবল মোরাকাবা মোহাসাবা দিয়ে কেউ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেনি। এর জন্য চাই বন্ধন– চাই সংযুক্তি। প্রেম ছাড়া দুই কখনো এক হয় না, আর এক না হলে যাঁকে খুঁজছো তাঁকে পাবার কোনো প্রশ্নও ওঠে না। কুরআনের তিনটে আয়াতের দিকে লক্ষ করো– তাহলেই বুঝতে পারবে আল্লাহ মানুষের কাছে কী চান। সুরা মুজাম্মিলের ৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে– ওয়াজকুরিসমা রাব্বিকা ওয়া তাবাত্তাল ইলাইহি তাবতিলা অর্থাৎ আপনার প্রভুর স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর মাঝে নিমগ্ন হোন। সুরা আনআমের ১৬২ নং আয়াতের দিকে তাকাও– বলা হচ্ছে– ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি, ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন অর্থাৎ আমার নামাজ, আমার ত্যাগ, আমার জীবন, আমার মরণ, প্রভু হে, সবই তোমার জন্য। এমনভাবে যখন তোমার নিবেদনের সব আয়োজন পূর্ণ হবে তখন আল্লাহ কী করবেন তাও লক্ষ করে দেখো। ওয়াল্লাজিনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা (আনকাবুত-৬৯) অর্থাৎ যারা আমার জন্য সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদের পথ দেখাবো। সুতরাং বুঝতেই পারছো সবটাই প্রেমের খেলা। এ প্রেম কিতাব পড়ে শেখা যায় না। প্রেম তো শেখার জিনিসও নয়। প্রেমিকের সান্নিধ্যে না এলে প্রেম হয় না।

আমীন : মানুষ যে এতো নামাজ, রোজা, হজ করে এর কি কোনো মানে নেই?

গুরু : আমি কি তা বলেছি নাকি! তবে যে নামাজে, যে রোজায় কিংবা যে হজে প্রেম নেই– সে নামাজ, সে রোজা, সে হজ কবুল আল্লাহ করবেন কিনা সেটা তিনিই জানেন। দেখো তোমাদের সমাজে চার ধরনের লোক আছে। প্রথমত, কিছু লোক ধর্মের কথা শুনতে ভালোবাসে, কিন্তু ধর্মের আমল করে না। দ্বিতীয়ত, কিছু লোক আমল করে, কিন্তু ভালোবাসে না, অর্থাৎ ভালোবেসে আমল করে না। তৃতীয়ত, কিছু লোক আছে যারা ধর্মের কথা ভালো লাগালাগি নিয়ে মাথা ঘামায় না। ধর্ম আমলও করে না। কিন্তু এরা শাস্ত্রবিদ, পণ্ডিত মানুষ। ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেন, বইপুস্তক লেখেন। সুন্দর বক্তৃতাও করেন। চতুর্থত, সীমিতসংখ্যক কিছু লোক ধর্মকে ভালোবাসেন, আমল করেন এবং এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করেন।

এই চার শ্রেণীর লোকের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে যাঁরা আছেন তাঁরাই কিন্তু সত্যিকারের নিবেদন নিয়ে স্রষ্টার মুখোমুখি হন। আল্লাহর ইচ্ছা হলে এঁদেরই তিনি তাঁর নৈকট্যে টেনে নেন। সুরা আনকাবুতের শেষ আয়াতে আল্লাহ সেই প্রতিশ্রুতিই বান্দাকে দিচ্ছেন। অবশ্য বান্দা সে-ই যে তার জীবনকে আল্লাহর আমানত মনে করে এবং সেই ভেবে মহামূল্যবান এই গচ্ছিত ধনের হেফাজত করে। (চলবে)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শাফায়াত

মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

আল্লাহতায়ালার প্রিয়তম হাবিব, সারওয়ারে কায়েনাত, মুহম্মদ (সা.) হলেন বিশ্বমানবের জন্য অনন্ত রহমত। তাঁর এই রহমত কোনো যুগ বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর রহমতের ফল্গুধারা আসমান-জমিন, দুনিয়া-আখেরাত ও সকল যুগ এবং কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে শেষ পর্যন্ত এবং পরজগতেও তাঁর সেই রহমতের অমিয় ধারা প্রবহমান থাকবে। কখনো তা শেষ হবে না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ এরশাদ করে : 'আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি সারা জাহানের রহমত স্বরূপ।' (সুরা আম্বিয়া/১০৭)।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই অসীম অনন্ত ও অবিনাশী রহমতের ধারা অফুরন্ত। আল্লাহর সৃষ্টিকুল দুনিয়াতে তাঁর এই রহমতের দ্বারা সিক্ত হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সিক্ত হতে থাকবে। কিন্তু কেয়ামতের ভয়াবহ বিভীষিকাময় দিবসে এই মহান রহমত দ্বারা সিক্ত হবেন এবং উপকৃত হবেন একমাত্র ইমানদার মুসলিমরা। নবী করিম (সা.)-এর এই রহমত-ধারা হাশর ময়দানে সমবেত অগণিত মানুষের মধ্যেও প্রবহমান থাকবে। তাঁরই দোয়ায় মহান আল্লাহ হিসাব-নিকাশ শুরু করবেন। তাঁর রহমতের অমিয় স্রোতধারার আরেকটি উজ্জ্বল দিক হবে আল্লাহ প্রদত্ত হাউজে কাউসার এবং সর্বশেষ রহমত হবে গুনাহগার উম্মতের জন্য শাফায়াতের দ্বার উন্মোচন।

হাদিস শরিফে এরশাদ হয়েছে : 'হাশর ময়দানে যখন সূর্য মানুষের অতি কাছে চলে আসবে। সূর্যের তাপে মানুষ তার আমল অনুসারে নিজ ঘামে নিমজ্জিত হবে। মানুষ কষ্টে দুশ্চিন্তায় পেরেশানিতে হাবুডুবু খাবে। এমন এক সংকটময় মুহূর্তে দয়াল নবী রাহমাতুল লিল আলামিন মানুষের শাফায়াত তথা মুক্তির জন্য এগিয়ে আসবেন। সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন মহান প্রভুর আরশের নিচে। এ মহান শাফায়াত কী, এর পরিধি কতোটুকু? সরলভাবে শাফায়াতের সংজ্ঞা এভাবে বলা যেতে পারে যে, কেয়ামতের

দিন পাপী ইমানদারদের পাপ ও শাস্তির ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার মহান দরবারে সুপারিশ করার নামই হলো 'শাফায়াত'।

মু'তাজিলা ও বিদআতপন্থীরা ছাড়া গোটা মুসলিম উম্মাহ শাফায়াতের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। শাফায়াত বহু প্রকারের হবে। তন্মধ্যে শাফায়াতে উলা বা উযমা-ই হবে প্রধান। এ শাফায়াত একমাত্র আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মদ (সা.)-এর জন্য খাস হবে। এ শাফায়াতের অধিকারী অন্য কোনো আম্বিয়া ও রাসুলরা লাভ করবেন না। উল্লেখ্য, 'শারহে ফিকহে আকবর' গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, সকল প্রকারের শাফায়াতই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য 'আম– ব্যাপক হবে এবং কোনো কোনো শাফায়াত তাঁর জন্য খাস হবে। অন্য কেউ এ খাস শাফায়াতের অধিকারী হবেন না। শাফায়াতের দরজা প্রথমে তিনিই উন্মুক্ত করবেন। যেহেতু তিনিই হবেন 'মাকামে মাহমুদে' উন্নীত, হামদের সুমহান পতাকাবাহী এবং হাউজে কাউসারের মালিক। তাঁর শাফায়াতে তাঁর উম্মতের সগিরা গুনাহকারী পাপী– যারা শাস্তির যোগ্য এবং কবিরা গুনাহকারী মুমিন যাদের শাস্তি অবধারিত, তারা সকলেই মুক্তি পাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শাফায়াত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে : '(হে রাসুল) আপনার এবং মুসলিম নর-নারীদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' (সুরা মুহম্মদ/১৯)।

পবিত্র কুরআনে মুমিন নর-নারীদের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং শাফায়াত কেবলমাত্র ইমানদারদের জন্যই সীমাবদ্ধ থাকবে। কাফির মুশরিকদের জন্য কোনো শাফায়াত হবে না। যেহেতু পবিত্র কুরআনেই ঘোষণা হয়েছে : 'শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তাদের (কাফিরদের) কোনো উপকারে আসবে না।' (সুরা মুদদাসসির/৪৮)।

(চলবে)

আধ্যাত্মিক মানস

মাওলানা মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন

নিখিল বিশ্বের জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করলে বুঝা যায়– প্রত্যেক জীবেরই আত্মচেতনা আছে। আছে চৈতন্যবোধ ও অনুভূতি। অবশ্য এ আত্মচেতনা ও অনুভূতি কোনো কোনো প্রাণীর মধ্যে অতি প্রখর আবার কোনো কোনো প্রাণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও মৃদু। প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষ যেহেতু শ্রেষ্ঠ প্রাণী, অতএব মহান স্রষ্টা মানুষকে যে আত্মা ও আত্মচেতনা দান করেছেন তার ধরন-ধারণও শ্রেষ্ঠ। জীবজন্তুগুলোকে যে জীবাত্মা দান করা হয়েছে মানবাত্মা তার চাইতে আলাদা ধরনের। তাহলে এই মানবাত্মার পরিচয় কী? এর বৈশিষ্ট্যই বা কী? এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, দর্শন শাস্ত্রের মতে আত্মা বা মন মোটামুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধর্ম শাস্ত্রে বা মরমী সাহিত্যে আত্মা শব্দটি সমধিক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মূলত আত্মা বলতে আমরা আত্মচেতন সত্তাকেই বুঝি। আত্মা আছে বলেই আত্মচেতনা আছে। অতএব আত্মাকে আত্মসচেতন সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করলেই এর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। আত্মা বলতে এক মূর্ত আধ্যাত্মিক ঐক্য (A concrete spiritual unity) বুঝায় যা বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করে।

মহাগ্রন্থ কুরআনের আলোকে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করলে আমরা যেটুকু জানতে পারি তা হচ্ছে এই : বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-কে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ পাক নিজেই তাঁকে এর উত্তর বলে দিয়েছেন। কুরআনের বর্ণনায় : হে রাসুল! ওরা আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন– রুহ অর্থাৎ আত্মা হচ্ছে আমার প্রভুর একটি নির্দেশ।

এই পর্যায়ে মানব-শিশুর দেহের গঠন প্রক্রিয়া এবং সে দেহে প্রাণ সঞ্চার প্রণালীর যেটুকু জানা যায় তা থেকে কিছুটা আঁচ করা যায় মানবাত্মার রহস্যময় আবির্ভাব সম্পর্কে। দেহের গঠন-আকৃতি পরিপূর্ণ হয়ে গেলেও একখণ্ড মাংসপিণ্ডের মতোই অবস্থান করে শিশু তার মায়ের উদরে। কিন্তু 'কুন ফাইয়াকুন'-এর এক আওয়াজ ও এক ঝাঁকুনি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই স্পন্দিত হয় শিশুর শিরা-উপশিরাগুলো। বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হতে শুরু করে জীবন প্রবাহ। এই 'কুন ফাইয়াকুন' অর্থাৎ 'হয়ে যাও'-এর নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আধ্যাত্মিক সত্তার উন্মেষ ঘটে। শিশুর আত্মচেতনা এ সময় অত্যন্ত ক্ষীণ ও মৃদু হলেও চৈতন্যবোধের এটাই সূচনা।

একটি সহজ-সরল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা এ রহস্যময় ব্যাপারটির কিছুটা আভাস পেতে পারি। বিদ্যুৎচালিত একটি মেশিনের সব কলকব্জা সংযোজিত করে মেশিন বসানো হলো। মেশিনের সব অংশ যথাস্থানে লাগানো হলো। মেশিন চলার জন্য সবকিছু ঠিকঠাক করা হয়েছে; কিন্তু মেশিন নিজের ইচ্ছায় চলছে না। কারো নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। এবার বিদ্যুৎ প্রবাহের বোতাম নামের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই মেশিন চলতে শুরু করে দেয়।

মানবদেহ এমন একটি প্রক্রিয়ায় তৈরি যে, তাতে আত্মা নামক এক নির্দেশক বোতাম টিপে দিলেই মানবদেহী মেশিন চলতে শুরু করে। অবশ্য এই দুই নির্দেশক বোতামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষণীয়। মানবাত্মার কোনো আকার নেই। ধরাছোঁয়ার বাইরে এ আধ্যাত্মিক সত্তা; কিন্তু এ আত্মাই মানবদেহের চালক ও নিয়ামক। দেহ ছাড়া আত্মার ধারণা করা যায় না। আবার আত্মাহীন দেহ একটি মৃত লাশ বৈ কিছু নয়। রাসুলে খোদা (সা.)-এর বর্ণনা থেকেও আধ্যাত্মিক মানসের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানা যায়। তাঁর বর্ণনা অনুসারে মানবদেহের অভ্যন্তরে এমন একটি অংশ আছে যা সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন থাকলে সারা দেহ সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। আবার সে অংশ যদি অসুস্থ ও অপরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে গোটা দেহই অসুস্থ ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তোমরা শুনে রাখো– সে অংশটি হচ্ছে কালব অর্থাৎ আত্মা।

বস্তুত মানবদেহের অভ্যন্তরের এ আধ্যাত্মিক মানস যদি সুস্থ-সবল হয় অর্থাৎ আত্মা যদি কলুষমুক্ত থাকে এবং সকল প্রকার অশুভ কর্মতৎপরতা থেকে নিজেকে দূরে রাখে, তাহলে গোটা দেহ তো সুস্থ-সবল থাকবেই, তাছাড়া ইন্দ্রিয় নিচয়ের সাহায্যে মানুষ যেসব কর্ম সম্পাদন করবে সেসব কর্ম তার নিজের জন্য শুভ ও কল্যাণকর হবে এবং সমাজের অপর লোকদের জন্যও হবে শুভ ও কল্যাণকর। ■

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ) স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে

এ গ্রন্থে রয়েছে হুজুর জৌনপুরির (রহঃ) নিজের প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত প্রায় সমস্ত রচনা এবং প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের লেখাসহ হুজুরের দুর্লভ ছবিসহ অ্যালবাম। এ গ্রন্থের পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ। পনের শ' পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের মূল্য ১,৫০০ টাকা। আগ্রহী পাঠক ও ভক্তবৃন্দের জন্য রয়েছে ২০% মূল্য ছাড়ের ব্যবস্থা। আপনি সংগ্রহ করুন এ মহামূল্যবান স্মারক গ্রন্থ। আপনার সংগ্রহে রাখা এ গ্রন্থটিই হবে সুন্দর ও সত্য পথে চলার পাথেয়।

~ প্রাপ্তিস্থান ~

পাঠক সমাবেশ, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন (মোবাইল) : ০১৮১৯২১৯০৮১।

ডা. হাবিবুর রহমান - মোবাইল : ০১৯১৩৮২০৭৫৬, আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১, বাইতুর রহিম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পূর্ব মনিপুর (নুরানি পাড়া), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

‘বায়াত’ প্রসঙ্গে আলোচনা

কাজী বেনজীর হক চিশতী নিজামী

‘বায়াত’ প্রসঙ্গে আলোচনা– এই লেখাটি কাজী বেনজীর হক চিশতী নিজামীর ‘বেহুঁশের চৈতন্য দান’ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবশ্য এ স্বাধীন ইচ্ছাটিকে যারা একজন ইনসানুল কামেলের কাছে বিসর্জন দিয়েছেন পারলৌকিক মুক্তির জন্য, প্রাথমিক অবস্থায় কুরআনে তাদের মুসলমান বলা হয়েছে। আর যারা কোনো ইনসানুল কামেলের কাছে স্বীয় ইচ্ছাকে বিসর্জন (বায়াত হয়নি) দেয়নি অথচ কাল্পনিক এক উপাস্যে বিশ্বাস করে তাদের মুসলমান বলা হয় না, তারা তথাকথিত মুসলমান। এরা নিজ প্রবৃত্তির (ইচ্ছার) কামনা-বাসনার নির্দেশ অনুসারে চলে, কল্পনায় ধর্মকর্ম করে, কাল্পনিক উপাস্যের প্রতি ইমান রাখে তথা স্বীয় প্রবৃত্তিকেই তারা উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। সুরা ফুরকান-এর ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন : ‘আরাআইতা মানিত্তাখাজা ইলাহাহু হাওয়াহু’– অর্থাৎ তুমি কি দেখো না যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাগুলোকে এখানে ‘ইলাহ’ তথা উপাস্য বলা হয়েছে এবং কুরআনের বহু জায়গায় প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা নিজ প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে তথা স্বীয় ইচ্ছার নির্দেশে চলে বা নিজের খেয়ালখুশি মতো চলে, ইনসানুল কামেলের নির্দেশানুসারে চলে না তাদের কুরআনে জালেম বলে অভিহিত করা হয়েছে। চালাক শয়তানও তার স্বীয় ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে আদমের প্রতি বিসর্জন দিতে পারেনি, সেজদা করতে পারেনি তথা আদমের আনুগত্য করতে পারেনি, অহঙ্কার করেছিল এবং ভুল করে বলেছিল– আমি আল্লাহর পূজা করবো কিন্তু আদমকে সেজদা করতে পারবো না; ফলে সে কাফের শয়তানে পরিণত হয়ে গেলো। মূলত এ শিক্ষাটি সর্বজনীন এবং চির-বর্তমান হিসেবে শিক্ষণীয় একটি ঘটনা– যা দ্বারা মুক্তিকামী মানুষ সত্যের দিকে ধাবিত হতে পারে। আর যারা ইবলিশের গুণ-খাসিয়তে আবৃত, তারা এ ঘটনাটি থেকে শিরকের দুর্গন্ধ অবশ্যই পাবেন, হবেন পথভ্রষ্ট।

আল্লাহর নূরের প্রথম বিকাশ হলো নূরে মুহম্মদি এবং এ নূরে মুহম্মদির অসিলাতে আল্লাহ পাক অনন্ত সৃষ্টির সৃজন করে চলেছেন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ পাক বলেছেন : ‘লাওলাকা লামা খালাকতু আফলাক’– অর্থাৎ যদি আপনি (নূরে মুহম্মদি) সৃষ্টি না হতেন তবে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না। এখানে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সৃজনের জন্য নূরে মুহম্মদির অসিলা নিলেন; মানব জাতির কাছে আল্লাহর কালাম কুরআন পাঠাতে দুটি অসিলা নিলেন আল্লাহ। এক জিব্রাইল ফেরেশতার অসিলা, দুই মহানবী (সাঃ)-এর অসিলা। আল্লাহর অনন্ত সিফাতি নামের রূপ দর্শনের, পরিচয়ের জন্য আঠার হাজার মখলুকাতের সৃজন এবং তাঁর রূপের পরিপূর্ণ বিকাশ ও পরিচয়ের জন্য আদমের অসিলা নিলেন। বলা হলো– নিজকে চেনার জন্য, তাহলে ‘রব’কে চেনা যাবে। এভাবে বলতে গেলে সমস্ত সৃষ্টিই কোনো না কোনো অসিলার মাধ্যম নিয়ে চলছে। আর আল্লাহর প্রতি ইমান আনার জন্য, তাঁর বিধিবিধানকে বুঝে নেবার জন্য, আল্লাহকে চেনার জন্য একজন ইনসানুল কামেলের অসিলা নিতে হবে তথা তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করতে হবে। কারণ, আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, ‘আর রাহমানু ফাসআল বিহি খাবিরা’– অর্থাৎ যে রহমান সম্পর্কে খবর জানে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করো (সুরা ফুরকান : ৫৯)। সুরা আম্বিয়ার ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ফাসআলু আহলাজজিকরি ইন কুনতুম লা তা’লামুন’– অর্থাৎ যদি তোমরা না জানো তবে জিকিরকারীদের কাছে (স্মরণকারী বা ধ্যানকারীদের কাছে) জিজ্ঞাসা করো। মূলত বায়াত গ্রহণ করা ইসলামের মূলনীতি এবং বায়াত গ্রহণ না করলে তার ইমান গ্রহণযোগ্য হবে না তথা আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের (সাঃ) প্রতি কোনো ইমান আনা হলো না।

(চলবে)

** * * বাংলা একাডেমি বইমেলা ২০১৫-তে প্রকাশিত হয়েছে * * **

ইবনে ইসহাকের রাসুল চরিত থেকে

মহানবির জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলি

অনুবাদ, সংকলন ও গ্রন্থনা
মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মূল্য: ২০০ টাকা

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)-এর সুফিতত্ত্ববোধিনী

কথামৃত সাগর

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মূল্য: ২৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : পাঠক সমাবেশ স্টল। মেলায় ২৫% কমিশনে পাওয়া যাচ্ছে

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ ডেভলপমেন্ট ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, ইলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত।